মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ চতুর্দশ বর্ষঃ দ্বিতীয় ফেব্রুয়ারি ২০০৬

ঢাকায় গাছের গুঁড়ি থেকে ৩৩০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম মহানগরীর স্বামীবাগ এলাকায় কাঠ বোঝাই একটি মিনি ট্রাক (ঝিনাইদহ-১১-০০১৬) থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলের বোতলগুলো শিমুল গাছের গুঁড়ির ভেতর অভিনব পন্থায় ভরে উক্ত ট্রাকে করে কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা থেকে ঢাকায় আনা হয়। এই ঘটনায় ট্রাক চালক ও হেলপারসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

গাছের গুড়ির ভেতর ফেনসিডিল পাচারকালে আটককৃত ট্রাকের পাশে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অধিদপ্তরের বিশেষ টিমের সদস্যরা স্বামীবাগ এলাকায় পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকে। রাত সোয়া ৩ টার দিকে স্বামীবাগ মুন্সিরটেক এলাকায় মাদক ব্যবসায়ী বুদ্দিনের স্পটে উক্ত ট্রাক থেকে ফেনসিডিলের চালান খালাস করার সময় কর্মকর্তারা পুলিশের সহযোগিতায় স্পটটি ঘিরে ফেলে। পরে কর্মকর্তারা ট্রাকে রাখা শিমুল গাছের একাধিক গুঁড়ির ভেতরে অভিনব পন্থায় রাখা ফেনসিডিল দেখতে পান। শিমুল গাছের প্রতিটি গুঁড়ির ওপরের অংশে নিখুঁতভাবে কেটে ভেতরে গোপন গর্ত তৈরি করে ইহার ভেতর ফেনসিডিল ভরে পুনরায় উপরের অংশ দিয়ে ঢেকে চতুর্দিকে তারকাটা মেরে দেওয়া হয়। গুঁড়ির ভেতর থেকে ৩ হাজার ৩শত বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় । এই ঝিনাইদহ-১১-২০০৬ ট্রাকটি আটক ও ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো, মাদক সন্ত্রাসী জয়নাল আবোদন (৩৩), টিটু ওরফে জাহিদ (২৪), আমির হোসেন (৩২), সুমন মিয়া (২০), ট্রাকচালক জাহিদ হোসেন (২৬) ও হেলপার এখলাস হোসাইন (২২)। গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলের চালানটি স্বামীবাগের কুখ্যাত মাদক সন্ত্রাসী বুদ্দিনের স্পটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। এ ঘটনায় সূত্রপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

শোক সংবাদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের অফিস সহকারী-তথা মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান মোস্তফা গত ৩১ ডিসেম্বর তারিখ দুপুর ১.০৫ ঘটিকায় নিজ বাসভবনে ইন্তে কাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার অকাল মৃত্যুতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশসহ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জানুয়ারি/০৬ মাসে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৩২৫ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১২৪ জন এবং বহিঃর্বিভাগে ২০১জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। জানুয়ারি/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ র্বিভাগ	বহিঃ র্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাত ন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৯	১৪৫	১৮৪	১১৯	৬৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৪৮	৪৫	৯৩	২৭	৬৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩৬	৮	৪৪	২২	২২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১	৩	৪	৪	-
মোট	১২৪	২০১	৩২৫	১৭২	১৫৩

সম্পাদকের কথা

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গাণো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন। তারি ধারাবাহিকতার ফসল একুশ। আর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাজাত প্রয়াসের ফসল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশ এখন আর কেবল 'শহীদ দিবস'-নয়। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার এবং আরও অনেক নাম না জানা শহীদের রক্তে রঞ্জিত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি এখন সারা বিশ্বজনীন "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইউনেস্কোর ঘোষণায় ব্যক্ত করা হয় " **21st February is proclaimed International Mother Language Day through but the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this day in 1952".** পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠী যখন বাঙালীদের মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন বাংলার দামাল ছেলেরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। হাসতে হাসতে জীবন দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভাষা শহীদদের ত্যাগের শ্রোতধারায় ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা খচিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ বাঙালী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শুধু তাই নয় যুগে যুগে বাঙালীরা দেশ ও মাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছে। এ সমস্ত ত্যাগের পিছনে মূল লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়া। কিন্তু সর্বকালেই একটি স্বার্থান্বেষী মহল দেশ মাতৃকার বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। কোন কালেই তাদের থাবা থেকে দেশ মুক্ত হতে পারেনি। দেশ যখন ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলছে তখন একটি মহল তাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশে মাদকের মতো সর্বনাশা নেশা তুলে দিচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজের হাতে। তরুণ সমাজের যেসময় দেশ গড়ার মহান ব্রত নিয়ে জীবন পথে অগ্রসর হওয়ার কথা সেসময় অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। জড়িয়ে পড়ছে তারা নানাবিধ অপরাধ কার্যক্রমে। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই জনিত কাজে ঝুঁকে পড়ছে। এতে দেশের উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিপন্ন হচ্ছে লক্ষ শহীদের আদানের স্বপ্ন। লক্ষ শহীদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে দেশকে অবশ্যই মাদকমুক্ত রাখতে হবে। দেশ অবৈধ মাদকমুক্ত হলে স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী হবে। তাই আসুন আমরা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাদকমুক্ত দেশ গঠনে সবাই

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ-অঞ্চলের সহকারী প্রসিকিউটর জনাব প্রান বল্লব মন্ডল ৩০/০১/২০০৬ ইং তারিখে প্রাক অবসর গ্রহন প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব প্রান বল্লব মন্ডল ৩০/০১/২০০৭ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক জানুয়ারি/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৬	৮০
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৫	৫৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৫	৩২
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৮	৮
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	১৩
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৩	৪২
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১৩
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪০	৩৯
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	২৩
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৫	১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	১
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৮
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩০	৩৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৮
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬৫	৭৯
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২০
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	১৮
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৫	৪১
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	২৬
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	১৭
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	১১
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৮
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৬২৩	৬৬১

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জানুয়ারি/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	২০০.৪৮০ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৮.৪০০ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	৭২ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	২৬.৪০০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৭৮ মেঃ টন

মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

জানুয়ারি/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। জানুয়ারি/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬২৩ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৬১ জন। অধিদপ্তরের জানুয়ারি/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০২	১১৯	০.৪৯৫ কেজি
গাঁজা	১৯০	২০৩	১৭.১৭৩কেজি
গাঁজা গাছ	২	৩	৭০০ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৭০	১৫৭	২১৭৯ লিটার
বিদেশী মদ	৪	৪	২৮.৫ বোতল
বিদেশী মদ	১৫	১৭	২৭৪ বোতল
বিয়ার			৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৭	৬	৯৫.৩ লিটার
ফেন্সিডিল	১০৮	১২২	৩১৯৫ বোতল
ফেন্সিডিল			৫১.৫ লিটার
তাড়ী(টোডি)	১৪	১৫	১১২৭ বোতল
টি.ডি.জেসিক	১	২	৫ এ্যাম্পুল
ইঞ্জেকশন	৪	৬	১২৭৬০ লিটার
জাওয়া	৫	৬	১২৫ এ্যাম্পুল
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন			৩০ পিচ
মুলি	১	১	৩ টি
ইয়াবা ট্যাবলেট			৬৪৫১৫ টাকা
নগদ অর্থ			২ টি
সিএনজি			৯ টি
মোবাইল সেট			১ টি
রিভালবার			
মোট	৬২৩	৬৬১	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসের সাথে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	বিভাগের নাম	জানুয়ারি/০৫	জানুয়ারি/০৬
১।	ঢাকা বিভাগ	৩৪,৮৯,৫৬৯	৪৩,৮৯,৯৯৩
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৪,২২,২৪৭	৬৩,৪৭,৩৮৯
৩।	রাজশাহী বিভাগ	১,১৫,৫৭,৬৭৪	২,২১,২৯,৬৪২
৪।	খুলনা বিভাগ	২৮,৬৬,৬০২	৩৮,৪২,০০৫
	মোট	২,৩৩,৩৬,০৯২	৩,৬৭,০৯,০২৯

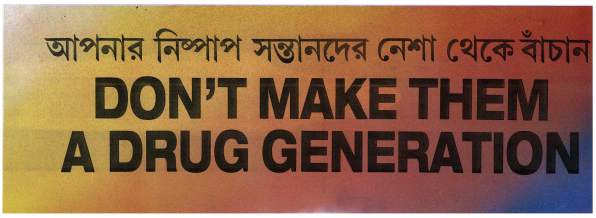

আইন-আদালত

জানুয়ারি/০৬ মাসে মোট ১৭৭ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৯৩ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৮১ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যাা ১০২ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১০৫ জন। জানুয়ারি/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৯৬৩৯ টি । উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	জানুয়ারি/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫২	৫৫	৪৪৯০
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪	৫	২৮০২
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	০	০	১৯৯৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	৪৫৬
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	২	৪৭৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪৩৩
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩	৩	২২৯০
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	০	০	৭৩১
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	৩৯৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৪৯৩
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	০	০	৫১৬
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০	০	১২৬
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০	০	৫
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০	০	৪৮
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	৩২৩
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	২	২	২০০১
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫	৫	৭০৭
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৪	৮	৯২৬
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	৬৩০
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	৯২
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	০	০	২৪৮
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	৭২
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	১	১	৩০২৯
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	১	১	১৩১৭
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১	১	১০৬৬
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৪৮৯
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৫	৬	১২৩৪
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	২৫৩
	সর্বমোটঃ	৯৩	১০২	২৯৬৩৯

বিশেষভাবে নারকেলের খোসায় পাচারকালে আটককৃত ফেনসিডিল

নারকেলের খোসায় মাদক পাচার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা নগরীতে ফেনসিডিল বহনের অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে। ঝুনা নারকেলের ভেতর ফেনসিডিল বোতল ভরে সূক্ষ্মভাবে সেলাই করে নগরীর বিভিন্ন স্থানে বহন ও কেনাবেচা করার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ২২ জানুয়ারি রাতে ১৫২ নম্বর মালিবাগ বাজার রোডের এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই 'নারকেল রহস্য' উদঘাটন করতে সক্ষম হন। এই বাড়ির একটি কক্ষে ৫০২ বোতল ফেনসিডিল, মাদক ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল (নম্বর-হ-১১-৩৩৯২), দুটি মোবাইল ফোন ও একটি বড় নারকেলের খোসা উদ্ধার করে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করে। খোসার ভেতরে বিশেষভাবে ১০ বোতল ফেনসিডিল সাজিয়ে খোসাটি লোহার সূক্ষ্ম তার দিয়ে সেলাই করা ছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে কারো পক্ষে তা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। গ্রেফতারকৃত আসামি আবদুল করিম ওরফে খোকন (২৮) ও আবদুল বারেক (৩০) জিজ্ঞাসাবাদে জানায় সম্প্রতি প্রশাসন কর্তৃক মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান কড়াকড়ি হওয়ায় তারা এ অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে। তারা ভারত থেকে তরল ফেনসিডিল এনে মালিবাগের এই বাসায় বোতলজাত করত। এরপর বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে নির্বিঘ্নে ফেনসিডিল পৌছানোর জন্য ব্যবহার করতো ঝুনা নারকেল। ফেনসিডিলের দরদাম এবং কোথায়, কখন পৌছানো হবে এসব মোবাইল ফোনে ঠিক করার পর তারা ফেনসিডিল পৌছে দিতো বলেও জানায়।

নারকেলের খোসায় করে ফেনসিডিল পাচারকালে আটককৃত খোকন ও বারেক

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ জানুয়ারি/০৬ মাসে মোট ৬০২ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। জানুয়ারি/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ৩৩ টি।
২. মাইকিং- ৩০ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ৬ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৮০

রাজধানীতে বিদেশী মদ ও মদ তৈরীর উপকরণসহ তিনজন গ্রেফতার

গত ২৬ জানুয়ারি শুক্রবার রাত ৭ ঘটিকা থেকে ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটি রেইডিং টিম ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পল্টন এলাকা থেকে মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিক (৩০) এবং রমনা থানা এলাকা থেকে মোঃ শাহীন (২৬) ও সফিউদ্দিন (৪৬) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পল্টন থানাধীন ৭১ পুরানা পল্টন সুপার মার্কেটের সোহান সুজ নামের ১২ নং জুতার দোকানে অভিযান চালিয়ে মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিককে গ্রেফতার করে। দোকানের মালিক একরাম হোসেন ওরফে আবুল রেইডিং টিমের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। কর্মকর্তারা আটককৃত রফিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রমনা থানাধীন ৭/এ সিদ্ধেশ্বরী রোডস্থ মিঃ আমির হোসেন খান সাহেবের বাড়ীর কেয়ার টেকার আব্দুল মজিদের দখলে থাকা রান্নাঘর থেকে বিদেশী মদের বোতলসহ মদ তৈরীর উপকরণ উদ্ধার করে। টিম একই বিল্ডিং এর ৪র্থ তলা থেকে তৈয়ারীকৃত বিদেশী মদ সহ মোঃ শাহীন ও সফিউদ্দিন নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা বাদী হয়ে রমনা ও পল্টন থানায় দুইটি মামলা রুজু করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২৪৯।